সুশাসন

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (২০০৯-২০১২)

- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিবিড় তদারকি ও পরিবীক্ষণের ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন।
- সরকারের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়াও এ কার্যালয়ের আওতায় এক্সেস টু ইনফরমেশন, আশ্রয়ণ-২ এবং বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্প, বেপজা, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, বিনিয়োগ বোর্ড, প্রাইভেটাইজেশন কমিশন, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ অফিস, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ, বেসরকারী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল গভর্নরস বোর্ডের নির্বাহী সেল, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সেল, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর, বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী এবং সুশাসন বিষয়ক ইউনিট পরিচালনা।
- মন্ত্রিসভার সদস্যদের পারিতোষিক আয়করযোগ্য করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন।
- সকল প্রতিষ্ঠানে সততা ও সুনীতি সমুন্নত রাখা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে গৃহীত "সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন অলিম্পিক গেমস্ ২০১২ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদানের সময় ২৮ জুলাই ২০১২ বিবিসি'র "হার্ডটক" এ অংশ নেন।

- কার্যকরভাবে ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনকে পর্যাপ্ত আইনী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান। দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন।

- দুঃস্থ, অসহায়, গরীব, পঙ্গু, নির্যাতিত ও অসুস্থ ব্যক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

- দরিদ্র, ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ভাণ্ডার হতে তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান।

- নারীসহ সর্বস্তরের জনগণের কাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম ও বঞ্চনার অভিযোগ ও প্রতিকার প্রাপ্তির আবেদনের ওপর ত্বরিৎ ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ৮টি ইপিজেড-এ বিনিয়োগের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি। বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি ব্যাপক বৃদ্ধি। শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন প্রণয়ন।
- দেশের প্রতিটি বিভাগে ন্যূনতম একটি করে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ। সিরাজগঞ্জ, মংলা, আনোয়ারা, মীরসরাই ও মৌলভীবাজারে অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন শুরু।
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে "সাপোর্ট টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি" নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ।

- ২০২১ সালের মধ্যে ২০টি বেসরকারী অর্থনৈতিক জোনে ১৫ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ। সকল নাগরিকের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়ন।

- বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। পিপিপি পলিসি ও কৌশল প্রণয়ন। এর আওতায় পিপিপি'র ৬টি গাইডলাইনস প্রণয়ন। পিপিপি স্ক্রিনিং ম্যানুয়েল প্রণয়ন। ২৬টি পিপিপি প্রকল্পের পাইপলাইন তৈরী।

- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য এবং ধনী-গরীব বৈষম্য হ্রাসসহ সমাজ উন্নয়নে এনজিওগুলোর কার্যক্রম ঢেলে সাজানো। নিবন্ধনকৃত মোট এনজিও'র সংখ্যা ২ হাজার ১৬৮টি। এর মধ্যে ১ হাজার ৯৫৭টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ও ২১১টি বিদেশী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে গণভবনে ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুরা।

- ১৫ হাজার ৯৭৪ কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদানে ৪ হাজার ৪১১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন। শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, স্যানিটেশন, জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান।

- বিএনপি-জামাত জোট আমলে ৪ বছরে ৬ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকা বৈদেশিক অনুদানে ৩ হাজার ৮৫৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।

- সন্ত্রাস বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদানে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরে থ্রেট এসেসমেন্ট সেন্টার গঠন। সুষ্ঠু এবং নিরাপদ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য টেলিকমিউনিকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঠন। সামরিক-বেসামরিক সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডাটাবেজ প্রণয়ন।

- ভিভিআইপি'র নিরাপত্তার জন্য উন্নত প্রযুক্তির সরঞ্জাম ক্রয়। জঙ্গি সংস্থা ও ব্যক্তিদের ডাটাবেজ প্রণয়ন। ন্যাশনাল মনিটরিং সেন্টারের কার্যক্রম জোরদারকরণ।

- গোয়েন্দা দক্ষতা বৃদ্ধিতে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান। পুলিশ ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি। বিমানবন্দরে মনিটরিং ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল ব্যবস্থা উন্নয়ন।

- এসএসএফ এর প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ, তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই করার মাধ্যমে ভিভিআইপিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। ২০৫ জন কর্মকর্তাসহ এ বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যা ৫১৭ জন। ১৫০ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩টি ভেহিক্যাল মাউন্টেড রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি জেমারসহ আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংগ্রহ।

- ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন এবং সিডর ও আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার উন্নয়ন, উপজাতীয়দের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যে ১ হাজার ১৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ। ১৯৯৭ সালে গৃহীত আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন।

- ১৯ হাজার ৮০টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২৩ হাজার ১৫০টি পরিবারের অনুকূলে ১৭ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান। ১৪১টি পুকুর খনন। সমবায়ের ভিত্তিতে মৎস্য চাষ। ৭৭ হাজার ১৫১টি নারিকেল, সুপারী ও বনজ বৃক্ষ রোপণ এবং ৩৪০টি গ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা।

- ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচীর আওতায় ৪ বছরে ৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৭টি উপজেলায় গরু মোটাতাজাকরণ, মৎস্য চাষ, কম্পিউটার ও সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, পানের বরজ, হস্তশিল্প, রিক্সা ও ভ্যান, নার্সারী, পোলট্রি, তাঁত ইত্যাদি বৃহদাকার আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন।

স্থানীয় সরকার (২০০৯-২০১২)

- উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ সংশোধন করে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন প্রণয়ন।

- ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর সিটি কর্পোরেশন গঠন। ১৬টি নতুন পৌরসভা গঠন।
- ৫৬টি পৌরসভাকে 'গ' শ্রেণী থেকে 'খ' শ্রেণীতে ও ৩০টি পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণী থেকে 'ক' শ্রেণীতে উন্নীতকরণ।
- বর্তমানে বিশেষ শ্রেণীর পৌরসভা ১টি, 'ক' শ্রেণীর পৌরসভা ১১৪টি, 'খ' শ্রেণীর পৌরসভা ১০৮টি, 'গ' শ্রেণীর পৌরসভা ৯৬টি। সর্বমোট পৌরসভার সংখ্যা ৩১৯টি।
- পৌরসভা এলাকার উন্নয়নে মোট ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়।

- সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ৩ হাজার ৫০০ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। স্থানীয় সরকারগুলোকে দক্ষ ও শক্তিশালীকরণ। জনগণের জন্য অধিকতর সেবা নিশ্চিতকরণ।

- ইউনিয়ন পরিষদগুলোর আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও বাজেট চূড়ান্তকরণে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ।
- উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রকল্প এবং ইউনিয়ন পরিষদ গভর্ন্যান্স প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত।
- স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ হাজার ৫৪২টি ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালনা।
- ইউনিয়ন পরিষদকে অধিকতর দক্ষ ও সামগ্রিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা অর্জন।
- "অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্ট ইন বাংলাদেশ" এর মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় সুবিচার পৌঁছে দেয়া, বিচার ব্যয় হ্রাস এবং ইউনিয়ন পরিষদকে প্রকৃত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর।
- আর্সেনিক দূষিত অঞ্চলসহ সারা দেশে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৫০টি বিভিন্ন ধরনের সুপেয় পানির উৎস স্থাপন। ৫৬টি গ্রামে পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন।
- ৬১টি জেলার ২৭১টি উপজেলার ৮ হাজার ৫৪০টি গ্রামে ৮০ শতাংশ পানির উৎস আর্সেনিক দূষিত; এ গ্রামগুলোর ৫০ শতাংশ জনগণ বর্তমানে নিরাপদ পানি পাচ্ছে। নিরাপদ পানির সরবরাহ আরো বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশে নিরাপদ পানির কভারেজ ৮৮ শতাংশে উন্নীত।
- ৩১৯টি পৌরসভার মধ্যে ১৩৩টিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা।
- চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এবং ৫৯টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন। অন্যান্য পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্সে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু।
- নগর অঞ্চলে পানি সরবরাহের কভারেজ ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ।
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা প্রদান ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করতে গ্রামীণ ও শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ডাটাবেজ তৈরী।
- চারটি জেলার ৫৮টি পৌরসভা, ১১৪টি উপজেলা এবং ১ হাজার ৮৩৭টি ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জিত।
- ৪ লক্ষ ৫০ হাজার সেট স্যানিটেশন ল্যাট্রিন উৎপাদন ও গরীব জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ।
- বাংলাদেশে সার্ক দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯১ শতাংশ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জিত।
- ঢাকা ওয়াসার পানির দৈনিক উৎপাদন ১৮৫ কোটি লিটার থেকে ২২৫ কোটি লিটারে উন্নীত। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৪২ কোটি লিটারে উন্নীত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ ঢাকা ওয়াসার নবনির্মিত ২য় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার উদ্বোধন করেন।

- দৈনিক ২২ দশমিক ৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহে সক্ষম দ্বিতীয় সায়েদাবাদ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু।
- সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের পরিশোধিত পানির গন্ধ দূরীকরণে প্রাক-শোধন ইউনিট স্থাপন।
- খিলক্ষেতে ৫ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি সরবরাহে সমর্থ আরেকটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণাধীন।
- দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার পানি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দুটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মুন্সিগঞ্জ জশলদিয়া এবং সায়েদাবাদে নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ।
- ৪৬ হাজার ৮৮০টি নতুন পানির সংযোগ প্রদান। মোট সংযোগ সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৪১ এ উন্নীত।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নীচে চলে যাওয়া রোধ করার মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে ভূ-গর্ভস্থ উৎসের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে পানি সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ। বর্তমানে মোট উৎপাদিত পানির ২২ শতাংশ ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে উত্তোলন।
- বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী পানি উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৩১টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও ১৬৮টি প্রতিস্থাপন। গভীর নলকূপের সংখ্যা ৬৩১টিতে উন্নীত। আরও ৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন ও ৫টি প্রতিস্থাপন বাস্তবায়নাধীন।
- নিরবচ্ছিন্ন তত্ত্বাবধান ও কার্যকর উদ্যোগের মাধ্যমে সিস্টেম লস ৪০ শতাংশ থেকে ২৯ দশমিক ৫৭ শতাংশে হ্রাস।
- প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিচালন ব্যয় ২৪ শতাংশ হ্রাস।

- বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ২০০টি স্থায়ী ও ২০টি মোবাইল জেনারেটর ক্রয়। ২১০টি পানির পাম্পে ডুয়েল বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।
- ২৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় বৃদ্ধি। এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে পানির বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি।
- ২০৩ কিলোমিটার নতুন পানির লাইন, ১৫ কিলোমিটার পয়ঃলাইন ও ৬৪ কিলোমিটার ড্রেনেজ লাইন স্থাপন।
- ১৮৬ কিলোমিটার পানির লাইন, ১১ কিলোমিটার পয়ঃলাইন এবং ২ দশমিক ৬ কিলোমিটার স্টর্ম ড্রেনেজ লাইন পুনর্বাসন।
- পানির গাড়ী ২৬টি থেকে ৪৬টি তে উন্নীত।
- ১৫ কিলোমিটার স্যুয়ারেজ লাইন ও ৬৪ কিলোমিটার স্টর্ম স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ এবং ১৬ কিলোমিটার স্যুয়ারেজ লাইন পুনর্বাসন।
- অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমে খাল উদ্ধার, রক্ষণাবেক্ষণ ও জলাবদ্ধতা নিরসনে নদী খাল রক্ষা জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন। ২৩ কিলোমিটার খাল দখলমুক্ত ও ৮ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন।
- পানি জীবাণুমুক্ত করার লক্ষ্যে ক্লোরিনেশন করে সরবরাহ করার জন্য ১৮৫টি পানির পাম্পে "ক্লোরিনেশন সেট" স্থাপন।
- রামপুরা ও কমলাপুরে ২টি স্টর্ম ওয়াটার পাম্প স্টেশন নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন।
- সরু গলিতে পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১০টি ট্রাক্টর ক্রয়। পানির সংযোগ ৩৪ হাজার ৯৭১টি বৃদ্ধি।
- ঢাকা মহানগরী এবং নারায়ণগঞ্জ শহরে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩৯টি বস্তিতে ১৮৭টি পানির সংযোগ প্রদান। ৭ হাজার ৩৭৬টি পরিবার উপকৃত।
- ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনকল্পে ১৫টি ৬-তলা ভবন নির্মাণ। ৩০০ কর্মচারী পরিবারের জন্য টিনসেড কোয়ার্টার নির্মাণ।
- "ডিজিটাল ওয়াসা, গ্রীন ওয়াসা" নীতি গ্রহণ।
- চট্টগ্রাম ওয়াসার পানির দৈনিক উৎপাদন ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ লিটার থেকে ৫০ কোটি লিটারে উন্নীত। চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- দৈনিক ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ লিটার পানি উৎপাদনের লক্ষ্যে ৯৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্প গ্রহণ।
- মোহরা এবং কালুরঘাট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পুনর্বাসন।
- চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ উন্নীতকরণ ও স্যানিটেশন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১ হাজার ৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন। দৈনিক ৯ কোটি লিটার পানি উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি।

- ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে জরুরী পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ২০টি গভীর নলকূপ স্থাপন। আরও ১০টি গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিদ্যুৎ না থাকলেও গভীর নলকূপ থেকে পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০টি স্ট্যান্ড-বাই জেনারেটর ক্রয়। ৩৫টি গভীর নলকূপের সাথে এক্সপ্রেস পাওয়ার লাইন স্থাপন।
- ১৩টি জলবাহী গাড়ী ক্রয়।
- পানি সরবরাহ দক্ষতা উন্নয়ন, উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদান, পানি অপচয় রোধ নিশ্চিতকল্পে ২৮ কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- নবগঠিত খুলনা ওয়াসা ও রাজশাহী ওয়াসায় পানি সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গৃহীত।
- খুলনা ওয়াসার জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি গভীর নলকূপ স্থাপন। আরও ৪টি নলকূপ স্থাপন বাস্তবায়নাধীন।
- দৈনিক ১ কোটি ৮০ লক্ষ লিটার পানি সরবরাহ বৃদ্ধি।
- ৪৬ কিলোমিটার ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন স্থাপন। আরও ৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন স্থাপন বাস্তবায়নাধীন। ২ হাজার ১৮৫টি নতুন পানির সংযোগ প্রদান।
- ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস বৃদ্ধির লক্ষ্যে দৈনিক ৫৫ লক্ষ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন।
- দৈনিক ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পুনর্বাসন।
- ওয়াসার প্রধান অফিস ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- খুলনা ওয়াসার সার্বিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ইনটেক ফ্যাসিলিটি, জলাধার ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ৫২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- রাজশাহী ওয়াসার দৈনিক পানি সরবরাহ ২ কোটি ৫৯ লক্ষ লিটার থেকে ৫ কোটি ৫৪ লক্ষ লিটারে উন্নীত।
- পানির কভারেজ ৪৬ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশে উন্নীত।
- ৩৪টি গভীর নলকূপ, ২০০টি হস্তচালিত নলকূপ, ৬০ কিলোমিটার সরবরাহ পাইপলাইন ও ৬০টি ক্লোরিনেটর স্থাপন। ১টি ভূ-উপরিস্থ পানি শোধনাগার স্থাপন।
- এলজিইডি ২০ হাজার ৮৭৪ কিলোমিটার সড়ক ও ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৪২ মিটার ব্রীজ ও কালভার্ট, ১ হাজার ৩০৯টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন, ১৬টি নতুন উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন ও ৭৯১টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ।
- ৩৩ হাজার ৩৫ কিলোমিটার সড়ক এবং ৭২ হাজার ৬৬৭ মিটার ব্রীজ ও কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ।
- শহর অঞ্চলে ৯০৪ কিলোমিটার নতুন সড়ক, ১ হাজার ৯১২ মিটার ব্রীজ ও কালভার্ট, ৫৯৬ কিলোমিটার ড্রেন, ৯টি বাস টার্মিনাল ও ৬৭টি টাউন সেন্টার নির্মাণ।

- ২ হাজার ১৮২ কিলোমিটার সড়ক, ৭৫১ মিটার ব্রীজ ও কালভার্ট এবং ১২৪ কিলোমিটার ড্রেন পুনঃনির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৫৫ হাজার ২৫০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা ও সেচ এলাকা বৃদ্ধিকরণ।
- ১৫ কোটি জন-দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি।
- এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার গ্রামীণ মহিলা কর্মরত থাকায় নারীর ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ২০২৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- উপকূলীয় ১২টি জেলায় ৭৩৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
- বৃহত্তর চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেট জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- "নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস" এর উদ্যোগে ধানমন্ডীর রাপা প্লাজায় "জয়িতা" নামে মহিলা বিপণি কেন্দ্র স্থাপন। এটি একটি ব্রান্ড হিসেবে পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- সিডর ও আইলা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ৯ হাজারটি পানির উৎস নির্মাণ। বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ।
- রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে স্থাপিত বিদ্যুৎ লাইন, টেলিফোন, ইন্টারনেট, ক্যাবল-নেটওয়ার্ক সংযোগের তার পরিকল্পিতভাবে মাটির নীচে স্থাপন ও সঠিক বিন্যাসের মাধ্যমে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং নগরীর সৌন্দর্যবর্ধনে কার্যক্রম গ্রহণ।
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬৬টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ২৭টি নগর মাতৃসদন কেন্দ্র স্থাপন।
- এসব কেন্দ্রে নিম্ন আয়ের মানুষ ও বস্তিবাসীদের জন্য স্বল্প মূল্যে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।
- জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পে ১৫ কোটি জন্ম নিবন্ধন সম্পন্ন। নিবন্ধনকৃত তথ্য কম্পিউটারাইজডকরণ এবং অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালুকরণ। জুন ২০১৩ এর মধ্যে জন্ম নিবন্ধনের সকল তথ্য অনলাইনে সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- ঢাকার মাতুয়াইল ও আমিনবাজারে পরিবেশসম্মত স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় সিটি কর্পোরেশনগুলোতে আধুনিক ও পরিবেশ-বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ার লক্ষ্যে মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও কম্পোস্ট প্ল্যান্টসহ স্যানিটারী ল্যান্ডফিল নির্মাণ, খাদ্যের মান নিশ্চিত করতে ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরী ও আধুনিক কসাইখানা

এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ, স্বনির্ভর ও যুগোপযোগী করতে "আরবান পাবলিক অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেন্টার ডিভালাপমেন্ট" প্রকল্প অনুমোদন।

- যাত্রাবাড়ী থেকে পলাশী পর্যন্ত ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ "মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার" নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন। খিলগাঁও ফ্লাইওভারের মিসিং লুপ নির্মাণাধীন।
- প্রগতি সরণী ও ঢাকার পূর্বদিকের সাথে রাজারবাগ ও মতিঝিল এলাকার সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি।
- সাতরাস্তা-মগবাজার-মালিবাগ ৮ দশমিক ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণাধীন।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৩ হাজার ৫০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।

জনপ্রশাসন (২০০৯-২০১২)

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির সাথে সঙ্গতি রেখে "জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়" নামকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের ভিশন, মিশন ও মূল্যবোধ পুনঃনির্ধারণ।
- প্রজাতন্ত্রের গণকর্মচারী নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ। গণকর্মচারী নিয়োগ ও চাকুরীবিধি প্রণয়ন। নিয়োজিত গণকর্মচারীদের সংগঠিত ও প্রমিত কর্মজীবন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ। জনপ্রশাসনে কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমী, বিয়াম ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীতে ৭ হাজার ৭৫৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- "ম্যানেজিং এ্যাট দ্য টপ" প্রকল্পের আওতায় ২ হাজার ৩৭০ জন কর্মকর্তাকে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪৮৯ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৭৯ জনকে দেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুমতি প্রদান।
- ৪৮টি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান।
- তৃণমূল পর্যায়ে সরকারী সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ১ হাজার ৩৬৪ জন কর্মকর্তাকে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশাসনকে গতিশীল ও যুগোপযোগী করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ২ লক্ষ ১২ হাজার ২৮টি পদ সৃজন।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীন রাজস্ব খাতে প্রথম শ্রেণীর পদে ২১ হাজার ৩২ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে ২৮ হাজার জন, তৃতীয় শ্রেণীর পদে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৯৬ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর পদে ২৪ হাজার ৫৯০ জন সর্বমোট ২ লক্ষ ৩ হাজার ৩১৮ জন জনবল নিয়োগ।

- ২৮তম, ২৯তম, ৩০তম ও ৩১তম বিসিএস পরীক্ষায় বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসে ৫ হাজার ৯৭২ জনকে নিয়োগ প্রদান। আরো ৪ হাজার ৮১৭ জন নিয়োগের কার্যক্রম অব্যাহত।
- শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য ৫৫ হাজার ২৮২ জনের ছাড়পত্র প্রদান। ১ হাজার ৭৩৮ জন উদ্বৃত্ত জনবল আত্মীকরণ।
- ৬০ জন কর্মকর্তাকে সচিব, ২৯৩ জনকে অতিরিক্ত সচিব, ৬৮৮ জনকে যুগ্ম-সচিব ও ৮৬৫ জনকে উপ-সচিব পদে সর্বমোট ১ হাজার ৯০৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান। নিয়মিত পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন ক্যাডারের প্রথম গ্রেডে ৪২ জন, দ্বিতীয় গ্রেডে ১৫২ জন ও তৃতীয় গ্রেডে ২৮৬ জন মোট ৪৮০ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ, মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাতনীদের জন্য ৩০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য চাকুরীর বয়সসীমা ৩২ বছরে উন্নীত।
- গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৫৯ বছর নির্ধারণ।
- মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬০ বছর নির্ধারণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতের আগরতলায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ১১ ডিসেম্বর ২০১২ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে।

- সকল ক্যাডার কর্মকর্তার তথ্য পার্সোনাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং হালনাগাদকরণ।
- ১৫৬ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাকে নন-ক্যাডার সহকারী সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান।
- মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি ও পদায়ন নিশ্চিত করতে প্রচলিত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের পরিবর্তে পারফরমেন্স-বেইজড ইভালুয়েশন সিস্টেম প্রবর্তনে ব্যবস্থা গ্রহণ।

- মন্ত্রণালয়ে কাজের গতি বৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ই-গভর্নেন্স চালু। ৪৭৫ জন কর্মকর্তাকে ই-ফাইলিং ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পরীক্ষামূলকভাবে ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু।
- সরকারী আবাসিক টেলিফোন নীতিমালা সংশোধন।
- মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.bgpress.gov.bd) সকল সরকারী গেজেট, বিভিন্ন প্রকার ফরম, আইন ও বিধি-বিধান এবং অন্যান্য সরকারী প্রকাশনা উন্মুক্তকরণ।
- এস্টাবলিসমেন্ট ম্যানুয়েলের ভলিউম-১ ও ভলিউম-২ প্রকাশ।
- ৫৪টি জেলা সদরে ১ হাজার ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারী অফিস ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাসভবন নির্মাণ।
- অবসরপ্রাপ্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে হাসপাতাল নির্মাণ।

সশস্ত্র বাহিনী (২০০৯-২০১২)

- সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে "ফোর্সেস গোল ২০৩০"-এর আওতায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়ন অব্যাহত।
- সশস্ত্র বাহিনীকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ।
- সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য ৪৪টি চতুর্থ প্রজন্মের ট্যাংক (এমবিটি-২০০০), ৩টি আর্মার্ড রিকভেরি ভেহিক্যাল এবং ট্যাংক টি-৫৯ এর জন্য ১২৯টি ওয়ারলেস সেট (ভিআরসি-২০০০এল) ক্রয়। একটি নতুন রেজিমেন্ট গঠনের সুযোগ সৃষ্টি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ এলাকায় নতুন ক্রয়কৃত চতুর্থ প্রজন্মের ৪৪টি ট্যাংক এমবিটি-২০০০ পরিদর্শন করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বেংগল ক্যাভালরীকে হস্তান্তর করেন।

- ২৬০টি আর্মার্ড পার্সোনাল ক্যারিয়ার (এপিসি), ১৮টি আর্মার্ড রিকোভেরি ভেহিক্যাল (এআরভি), ১৫টি এপিসি এ্যাম্বুলেন্স, ১৮টি সেলফ-প্রোপেল্ড (এসপি) গান, ৫০টি ট্রাক ডোজার, ৪টি ট্রাক ট্রান্সপোর্টার, ১২টি ট্রাক রিকোভেরী, ৬টি ট্রাক মেইনটিন্যান্স, ৭টি লাইট রেকার, ৪টি মটর গ্রেডার, ৭টি কনটেইনার ক্যারিয়ার, ১২টি ট্রাক প্যালেট, ৮টি হুইল ডোজার, ৭টি ফর্ক লিফট, ৩টি ফ্লাট বেড, ৭টি হুইল লোডার, ৩টি ওয়েপন লোকেটিং রাডার, ২টি ডেইরী প্যান্ট, ১১৯টি ট্যাংক ওয়ারলেস সেট, ১০টি ট্যাংক ট্রান্সপোর্টার, ৫টি ট্রাক্টর ডোজার, ৮টি ফর্ক লিফট কনটেইনার, ৬টি লো বেড টেইলর, ৪২৫টি রেডিও সেট, ৯০০টি ওয়্যারলেস সেট, ৩টি ট্রাক ক্রেন, ৬টি আর আর রিপিটার স্টেশন, ২টি ক্রেন, ১১৩টি এটিজিডব্লিউ এসআর, ১৩টি ফুড স্টোরেজ, ১ হাজার ২০০টি প্যারাসুট, বিভিন্ন প্রকার সামরিক গাড়ি, গোলাবারুদ ও মেডিকেল সরঞ্জাম ক্রয়।
- আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের জন্য ২-ইঞ্জিন বিশিষ্ট ২টি হেলিকপ্টার ও ২টি ফিক্সড উইং বিমান ক্রয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের জন্য নতুন ক্রয়কৃত ২-ইঞ্জিন বিশিষ্ট হেলিকপ্টার পরিদর্শন করেন।

- চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়নে ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়।
- দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিতে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে ২৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ।
- মিরপুর সেনানিবাসে একটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ নির্মাণাধীন।
- একটি নতুন এডি রেজিমেন্ট গঠন। বিভিন্ন পদের আপগ্রেডেশন।
- সেনাবাহিনীর অপারেশনাল দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৯৭ জন জনবল বিশিষ্ট এসডব্লিউও, পশ্চিম গঠন।

- ১৫২ জন জনবল বিশিষ্ট আর্মি ইনফরমেশন টেকনোলজী সাপোর্ট অর্গানাইজেশন গঠন।
- ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার কোম্পানী গঠন।
- ৩৭১ জন জনবল বিশিষ্ট আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ গঠন।
- ১৫৪ জন জনবল বিশিষ্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব পিস সাপোর্ট অপারেশন ট্রেনিং এর সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন।
- ২৩৯ জন জনবল এবং ১১টি যানবাহনসহ বাংলাদেশ ডিজেল প্ল্যান্ট লিমিটেডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন।
- ১০১ জন জনবল বিশিষ্ট এবং ২টি যানবাহনসহ বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানার সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন।
- সেনাবাহিনীর নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা ও পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি সংযোজন।
- সেনাবাহিনীর ড্যাটা সেন্টার নির্মাণাধীন।
- তিন বাহিনীর জন্য রেশন স্কেলে সমতা আনয়ন।
- মৃত্যু ও অসমর্থতার ক্ষেত্রে পরিবারের নিরাপত্তা সহায়তা দ্বিগুণ বৃদ্ধি।
- নৌবাহিনীর আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশের সমুদ্র সম্পদের সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার এবং জলসীমাকে শত্রুমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ।
- ২টি মেরিটাইম পেট্রল এয়ারক্র্যাফট ক্রয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ নেভাল একাডেমী চট্টগ্রামে নতুন ক্রয়কৃত মেরিটাইম হেলিকপ্টার উদ্বোধন করেন।

- "বিজয়" ও "ধলেশ্বরী" সহ ৪টি করভেট (যুদ্ধ জাহাজ) সংযোজন।
- জরীপ জাহাজ "অনুসন্ধান" ক্রয়।

- ২টি লার্জ পেট্রল ক্রাফট, ৫টি পেট্রল ক্রাফট, ১টি ওয়েল ট্যাংকার ও ৯টি পন্টুন নির্মাণ।
- ২টি ফ্রিগেট ও ২টি হেলিকপ্টার ক্রয়।
- জাহাজ ও বিমান বিধ্বংসী মিজাইল সংযোজন।
- জাহাজ ও সাবমেরিন বিধ্বংসী টর্পেডো, সাবমেরিন বিধ্বংসী রকেট ডেথ চার্জ, বিমান ও জাহাজ বিধ্বংসী আধুনিক কামান ও গোলা এবং মিজাইল আক্রমণ প্রতিহত করার ফ্লেয়ার ও চ্যাফ রকেট সংযোজন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ ডিসেম্বর ২০১১ বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুর্মিটোলায় বিমান বাহিনীতে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র - এর উদ্বোধন করেন।

- জেনারেটর, জায়রো কম্পাস, ইন্টারকম, ইকো সাউন্ডার, ব্রডকাস্ট সিস্টেম, কুকিং রেঞ্জ, রাইসকুকার প্লানটেরিয়াম, ডিজেল ইঞ্জিন সিমুলেটর, গানারি ফায়ার কন্ট্রোল, আরলী ওয়ারিং রাডার, কমব্যাট সিস্টেম, মোবাইল হাইড্রোলিক ক্রেন, এক্সপ্লোশন প্রুপ ওভারহেড ক্রেন সরঞ্জামসহ বিভিন্ন হাইড্রোগ্রাফিক যন্ত্রপাতি সংযোজন।
- নৌবাহিনীতে ২৪৭ জন কর্মকর্তা ও ৩ হাজার ৯১৫ জন নাবিক নিয়োগ।
- মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও উত্তরাধিকারীর মধ্য থেকে ৮ জন অফিসার ক্যাডেট, ৯ জন কমিশনড অফিসার ও ৯ জন নাবিক নিয়োগ।
- গোয়েন্দা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ।
- বিএন ডকইয়ার্ডে রেডিও ও রাডার ল্যাব এবং ক্যালিব্রেশন সেন্টারে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির টেস্ট ও ম্যাজারিং ইক্যুপমেন্ট সংযোজন।
- নিজস্ব ডকইয়ার্ডে ৩টি পুরাতন জাহাজ রিজেনারেশন।
- বিভিন্ন ইউনিটে ১ হাজার ১৪৯ জন জনবল বৃদ্ধি।
- ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলায় বিএন স্কুল ও কলেজ একাডেমিক ভবন নির্মাণ।
- বিমান বাহিনীর জন্য কক্সবাজার অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন ঘাঁটি স্থাপন ও ২২৩ জন জনবল অনুমোদন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মাণকৃত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম যুদ্ধ জাহাজ বা নৌ জা পদ্মা উদ্বোধন করেন।

- ৬৯ জন জনবল ও ২১০ মেইটিনেন্স ইউনিট স্থাপন।
- মঙ্গলায় নৌবাহিনীর স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণাধীন।
- বিমান বাহিনীর আধুনিকায়নে শর্ট রেঞ্জ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম (শোরাড) ক্রয়। শোরাড ইউনিট গঠনের অনুমোদন প্রদান।
- মিগ-২৯ বিমানের ৪৮টি মিজাইল এবং এফ-৭ সিরিজ বিমানের ৮০টি মিজাইল সংযোজন।
- ৩টি এডি রাডার, ৩টি এমআই-১৭১ এসএইচ হেলিকপ্টার, ১৬টি এফ-৭ বিজিআই বিমান, ৩টি ক্রেসকো-০৮-৬০০ এবং এরিয়েল ফায়ার ফাইটিং ইক্যুপমেন্ট ক্রয়।
- জঙ্গি বিমান, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের লক্ষ্যে বিমান বাহিনী ঘাঁটি কুর্মিটোলায় "বঙ্গবন্ধু অ্যারোনটিকাল সেন্টার" নির্মাণাধীন। বিমান ও হেলিকপ্টারের মেরামতসহ বিমানের যন্ত্রাংশ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিমানবাহিনী অফিসারদের উন্নত প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে বিমানবাহিনী একাডেমীতে "বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স" নির্মাণাধীন।
- কর্মকর্তাদের পদবী আপগ্রেডেশনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- জাতিসংঘ মিশনে ৩টি বেল-২১২ এবং ১টি সি-১৩০ পরিবহন বিমান মোতায়েন।
- মৌলভীবাজার ও টাঙ্গাইলে বিএএফ শাহীন স্কুল ও কলেজ স্থাপন।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ। সেনাবাহিনীর ৩০ হাজার ২৭০ জন, নৌ বাহিনীর ১ হাজার ৩৬২ জন এবং বিমান বাহিনীর ১ হাজার ৯০৩ জন মোট ৩৩ হাজার ৫৩৫ জন শান্তিরক্ষী বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে প্রেরণ।

- বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।
- ৭ জন বীর শ্রেষ্ঠের উত্তরাধীকারদের প্রত্যেকের সম্মানী ২৫ হাজার টাকা থেকে ৪০ হাজার টাকায় উন্নীত।
- ৫৩ জন বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারদেরকে সম্মানী যথাক্রমে ১৫ হাজার টাকা, ১২ হাজার টাকা ও ১০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা প্রদান।
- ২২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ।
- ৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে সিএমএইচ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।
- ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।
- মিরপুর সেনানিবাসে ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী'র অবকাঠামো নির্মাণ।
- মিরপুর সেনানিবাসে ৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্ নির্মাণাধীন।
- ৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন।
- সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ডের অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নাধীন।
- পিলখানায় সংঘটিত নারকীয় ঘটনায় শহীদ অফিসারদের গৃহনির্মাণ ঋণের অপরিশোধিত অর্থ সুদ-আসলসহ মওকুফ।
- সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে ১৪০ জন জনবলসহ একটি নতুন পরিদপ্তর সৃষ্টি।
- সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাধারণ পারিবারিক অবসর ভাতা ২৫ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত।
- বাংলাদেশ-চীন সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর।
- বাংলাদেশ-তুরস্ক সামরিক প্রশিক্ষণ সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষর।
- বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিক বার্ষিক যৌথ অনুশীলনে সশস্ত্র বাহিনীর মোট ৫ হাজার ১৬৩ জন সদস্য অংশ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ-ভারত ধারাবাহিক বার্ষিক যৌথ অনুশীলনে সশস্ত্র বাহিনীর মোট ১৬২ জন সদস্য অংশ গ্রহণ।
- বিদেশে জাতিসংঘ কার্যক্রম সংক্রান্ত যৌথ অনুশীলনে মোট ১৪০ জন সদস্য অংশ গ্রহণ।

- জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশ গ্রহণের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে ৮২৬ জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সশস্ত্র বাহিনীর ২ হাজার ৫৩৯ জন সদস্যকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পিলখানায় নিহত শহীদ অফিসারদের ৩৭ পরিবারকে মিরপুর ডিওএইচএস-এ প্লট, ১০ পরিবারকে ২টি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট এবং এক পরিবারকে সাভার সেনাপল্লীতে ১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ।

প্রতিরক্ষা (২০০৯-২০১২)

- বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) কর্তৃক ২টি স্যাটেলাইট থেকে উন্নত উপগ্রহ ড্যাটা সংগ্রহের জন্য স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড রিসিভিং স্টেশনগুলোর আধুনিকায়ন।
- দেশের সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত স্যাটেলাইট ইমেজ ভিত্তিক আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহকরণ।
- স্পারসোর অবকাঠামোগত ও প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি।
- দূর অনুধাবন ও জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১৮টি জেলার ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন।
- মৌলভীবাজারের ৪টি এবং হবিগঞ্জের ১টি চা বাগানের ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন।
- সাভার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ১০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি সুপার মার্কেট নির্মাণ।
- বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারাখানায় আধুনিক ক্ষুদ্রাস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন উৎপাদন লাইন স্থাপন। ১টি রাইফেল এসেম্বলী স্থাপন।
- ১৬২টি এ্যানালগ ম্যাপসিট হালনাগাদ করে ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রণয়ন।
- সমুদ্র তটের জোয়ার ভাটার সীমারেখা প্রদর্শন করে ৪০টি টপোগ্রাফিক্যাল উপকূলীয় মানচিত্র প্রণয়ন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ ডিসেম্বর ২০১০ নেভাল একাডেমী চট্টগ্রামে হাইড্রোগ্রাফিক জাহাজ "বা নৌ জা অনুসন্ধান" এর উদ্বোধন করেন।

- ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও মৌলভীবাজারে স্থায়ী গ্লোবাল নেভিগেশন স্থাপন।
- একটি ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার নির্মাণাধীন।
- বাংলাদেশ-ভারত (মিজোরাম) সার্ভে ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমান্তে ৮২টি রেফারেন্স পিলার জরীপ ও নির্মাণ সম্পন্ন।
- বাংলাদেশ-ভারত (মিজোরাম) আন্তর্জাতিক সীমান্তের ২০টি স্ট্রীপম্যাপ বাংলাদেশ-ভারত প্রতিভূদের দ্বারা স্বাক্ষরকরণ।
- বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্তে ৩৬টি বাউন্ডারী পিলারসহ ১৫৭টি এডিশনাল ও রেফারেন্স পিলার জরীপ ও নির্মাণ সম্পন্ন।
- ১৭টি বেসরকারী জরীপ প্রতিষ্ঠানকে জরীপ কাজের যোগ্যতা সনদপত্র প্রদান এবং দেশে একটি ইউনিফাইড জরীপ মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা।
- কক্সবাজার, খেপুপাড়া ও মৌলভীবাজারে মেটিওরোলজিক্যাল রাডার সিস্টেম স্থাপন।
- আবহাওয়া বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস প্রদানে সামর্থ্যের আধুনিকায়ন।
- নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও নেত্রকোনায় ৭টি আধুনিক কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন।
- পঞ্চগড়, কিশোরগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও বান্দরবানে ৫টি পর্যবেক্ষণাগার ও ৫টি ডরমিটরী ভবন নির্মাণ।
- নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, বরিশাল, ভোলা, চাঁদপুর ও পটুয়াখালীতে ১৩টি নৌ-পূর্বাভাস কেন্দ্র স্থাপন।
- এনভায়রনমেন্ট ডিজাস্টার এন্ড রিসোর্স মনিটরিং সিস্টেম চালু।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ আর্মি এভিয়েশন গ্রুপ এলাকায় নতুন ক্রয়কৃত ট্যাংক এমবিটি-২০০০ এর পরিচালনা কৌশল সম্পর্কে অবহিত হন।

- আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পুনর্বাসনে ২৪টি পাকা ব্যারাক নির্মাণ। ১২০টি পরিবার পুনর্বাসন।
- আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ২৬টি ব্যারাক নির্মাণ। ৬ হাজার ৬৯৬টি ভূমিহীন পরিবারের পুনর্বাসন।
- ৩৩ লক্ষ এমআরপি বিতরণে সহায়তা প্রদান।
- ঢাকা, পার্বত্য জেলাসমূহ ও কক্সবাজারে অবকাঠামো উন্নয়ন।
- ৮টি অবকাঠামো নির্মাণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে সিএমএইচ এ আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা সৃষ্টি।
- মিলিটারী ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজীর অবকাঠামো উন্নয়ন।
- দক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ভাটিয়ারীতে বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স নির্মাণ।
- রাজশাহী ও চট্টগ্রামে ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল স্থাপন। ঢাকায় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ স্থাপন।
- ফেনীতে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি গার্লস ক্যাডেট কলেজ স্থাপন।
- সামরিক জাদুঘরে ১টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ।
- বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন। রাজধানীর সৌন্দর্যবর্ধন।
- মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট উপলক্ষ্যে মিরপুর শেরেবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকার রাস্তাঘাট উন্নয়ন।

- কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিনড্রাইভ, থানচি-আলিকদম, চিম্বুক-থানচি, বাঘাইহাট-মাসালং-সাজেক, দিঘিনালা-লংগদু, খাগড়াছড়ি-বাঘাইহাটসহ পার্বত্য এলাকার সড়ক ও স্থাপনা উন্নয়ন।

স্বরাষ্ট্র (২০০৯-২০১২)

- দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকরণ ও জনসাধারণের নিরাপত্তা প্রদান।
- জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থী দমনে সাফল্য ও দেশ-বিদেশে প্রশংসা অর্জন।
- দেশব্যাপী ঈদ, দুর্গাপূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা ও বড়দিন উৎসবমুখর পরিবেশে সার্বজনীনভাবে পালন।
- পুলিশ বাহিনীর সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। পুলিশ বাহিনী সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ৩২ হাজার ৩১টি পদ সৃজন। এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ১৫৬টি পদের মঞ্জুরী প্রদান। নতুন পদ ও শূন্য পদের বিপরীতে ৩৩ হাজার ৪০ জনকে নিয়োগ প্রদান। ১২ হাজার ৯৩১ জনকে পদোন্নতি প্রদান।
- ৬২টি থানাকে মডেল থানায় উন্নীতকরণ।
- নতুন ইউনিট হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, স্পেশাল সিকিউরিটি এন্ড প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, এপিবিএন ট্রেনিং স্কুল, রংপুর রেঞ্জ এবং আরআরএফ গঠন।
- ট্যুরিস্ট পুলিশ, মেরিন পুলিশ, ক্যাম্পাস পুলিশ, ন্যাশনাল ব্যুরো অব কাউন্টার টেররিজম নামে আরো নতুন নতুন ইউনিট গঠনের কার্যক্রম শুরু।
- পুলিশের ৪টি ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ।
- এসআই ও টিএসআই পদকে ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে এবং ইন্সপেক্টর পদকে ১ম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ।
- বাংলাদেশ পুলিশের জন্য ৬২৪টি পিকআপ, ২১টি কার, ৪১টি ট্রাক, ১১টি রেকার, ৭৭টি মোটর সাইকেল, ১৯টি মাইক্রোবাস ও ২টি মিনিবাস ক্রয়।
- নবগঠিত ১২টি থানার ব্যারাক ভবন নির্মাণ। ৫০টি জরাজীর্ণ থানাভবন সংস্কার। ৬০টি তদন্ত কেন্দ্র নির্মাণ। ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট নির্মাণ।
- উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদসহ সেবা সহায়ক লজিস্টিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়। ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আরো যানবাহন ও অস্ত্র-গোলাবারুদ ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- মানব পাচার প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায় মনিটরিং সেল গঠন। মানব পাচাররোধে ব্যাপক সাফল্য।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন। সকল বিমানবন্দর ও স্থলবন্দরে সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল গঠন।
- শিশু আইন অনুযায়ী কারাগারে শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণ।

- এসিড মামলা মনিটরিং সেল গঠন।
- সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে ৫০টি বর্ডার সেন্ট্রিপোস্ট নির্মাণ। ৮০টি বিওপি নির্মাণ।
- বর্ডার গার্ডের জন্য ১৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ।
- পুলিশ, বিজিবি, ফায়ার সার্ভিস, ব্যাটালিয়ান আনসার ও কারারক্ষীদের শতভাগ রেশনের আওতায় আনয়ন।
- পুলিশ, আনসার, কারারক্ষী ও ফায়ারম্যানদের বর্ধিত হারে ঝুঁকি ভাতা প্রদান। পুলিশ সদস্যদের মাসিক ৩৩০ টাকা, ফায়ারম্যান ও কারারক্ষীদের মাসিক ৪০০ টাকা ভাতা প্রদান।
- অঙ্গীভূত আনসারদের দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি।
- পুলিশ, বর্ডার গার্ড, আনসার, ফায়ার সার্ভিস ও কোস্ট গার্ডের সদস্যদের বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য রাষ্ট্রপতি পদক ও বাহিনী পদক প্রাপ্তদের এককালীন আর্থিক অনুদান ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত। পদকের সংখ্যা বৃদ্ধি। মাসিক ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি।
- পুলিশ বাহিনীতে অনলাইন সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু। ঢাকা মহানগরের সকল থানায় অনলাইনে জিডি'র আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা। প্রবাসী সেল এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অনলাইন সার্ভিস চালু।
- ডিএমপি'তে ই-ট্রাফিক পুলিশ ব্যবস্থা চালু। জনগণকে ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির নিবন্ধন, গাড়ির ট্যাক্স, রুট পারমিট ও মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান।
- ১৬২ জন মহিলা পুলিশের একটি কন্টিনজেন্ট হাইতি মিশনে প্রেরণ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ৬ হাজার ৭৭৩ জন পুলিশ সদস্য প্রেরণ। সুনাম অর্জন।
- শান্তিরক্ষা মিশনের বিভিন্ন ফরমড্ পুলিশ ইউনিট থেকে বৈদেশিক ভাতা এবং ইকুইপমেন্টের রিইমবারসমেন্ট বাবদ ১৯৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয়।
- সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার জন্য র‍্যাব "সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এন্ড সেল" এবং ক্রিমিনাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপন।
- সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, মাদক চোরাচালান রোধ এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে র‍্যাব-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। র‍্যাবকে আরো শক্তিশালী এবং আধুনিক ত্রিমাত্রিক ক্ষমতাসম্পন্ন বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ। র‍্যাবের জন্য আরও ২টি ব্যাটালিয়ন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু।
- ৪৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি র‍্যাব কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং র‍্যাব ট্রেনিং স্কুল নির্মাণাধীন। ২টি হেলিকপ্টার ক্রয়।
- মানব পাচার, সন্ত্রাস দমন ও পর্নোগ্রাফি আইন প্রণয়ন।
- নতুন ৬টি ভিসা সেল ও ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সৃজন।

- আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরে নতুন ২ হাজার ২৩৫টি পদ সৃষ্টি এবং আন্তঃদপ্তর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় "ই-গভর্নেন্স" চালু।
- ১৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জন্য নতুন আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।
- মানব সেবায় অনন্য অবদানের জন্য "রেড ক্রিসেন্ট এওয়ার্ড ২০০৯" সনদ লাভ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ ঢাকা সেনানিবাসে ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার্স ব্রিগেড প্রশিক্ষণ মাঠে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে ব্যবহারের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম পরিদর্শন করেন।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য টাস্কফোর্স গঠন।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকাজ নিশ্চিত করতে তদন্ত সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি।
- ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলা ও ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচারকাজ অব্যাহত।
- সীমান্তে নিরীহ মানুষ হত্যা বন্ধের লক্ষ্যে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সব ধরনের কৌশলগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।
- তিন বিঘা করিডোর ২৪ ঘণ্টা উন্মুক্ত রাখার কার্যক্রম শুরু এবং ছিটমহল সমস্যা চূড়ান্তভাবে নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ। উভয় দেশের সংশ্লিষ্ট ভূখণ্ডের সীমানা জরীপ ও মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন।

- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকাণ্ড ডিজিটাল নেটওয়ার্কিং-এর আওতায় আনতে পদক্ষেপ গ্রহণ। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- বাংলাদেশ–ভারতের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত।
- সীমান্তে চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- "সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী" এবং "যেখানে সীমান্ত" নামের ২টি স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় প্রদর্শন।
- ৭৮ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীমান্ত এলাকায় বিওপি, অস্ত্রাগার, সৈনিকদের বাসস্থান নির্মাণাধীন। ৫৪টি বিওপি নির্মাণ।
- বিডিআর বিদ্রোহের অভিযোগে ৫৭টি ইউনিটের ১৮ হাজার ৫২০ জনের বিচারকাজ সম্পন্ন। ৫ হাজার ৯২৬ জনের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান।
- বিডিআরকে পুনর্গঠন করে বিজিবি নামকরণ।
- বিজিবির জন্য ৩ হাজার ২৩৮টি সুপারনিউমারী পদ সৃজন, ৮২৪ জনবল বিশিষ্ট নতুন ৪৭তম ব্যাটেলিয়ন সৃজন এবং ৭ হাজার ২৫ জন নতুন নিয়োগ।
- ৪৪০টি গাড়ী ও ১৪টি জলযান, ৫টি হাইড্রলিক ট্রলি, ২৫টি জেনারেটর এবং ১ হাজার ৩৮৬টি যোগাযোগ সরঞ্জাম ক্রয়।
- সমুদ্রসীমা ও সামুদ্রিক সম্পত্তি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাংলাদেশ কোস্টগার্ডে নতুন ১০টি স্টেশন স্থাপন, ২টি টর্নেডো বোট, ২০টি হাই স্পীড বোট, ৮টি টর্নেডো ক্লাস হাই স্পীড বোট ও ৫টি ডিফেন্ডার ক্লাস বোট, ৩টি এম্বুলেন্স বোট ও ৪টি পন্টুন সংযোজন। ১০টি হাই স্পীড বোট, ২টি হারবার পেট্রোল এবং ২টি ইনশোর পেট্রোল ভেসেল সংগ্রহসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য "বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড শক্তিশালীকরণ" প্রকল্প অনুমোদন।
- ৩৬ হাজার ২৬৯ জন মাদক অপরাধীকে গ্রেফতার এবং বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন। ভারত ও মিয়ানমারের সঙ্গে মাদক বিরোধী দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ।
- বন্দিদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণ ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি।
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় চার নেতার "স্মৃতি যাদুঘর" নির্মাণ।
- দিনাজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরিশাল জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণের কাজ শুরু।
- কাশিমপুর ও কেরাণীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ। ১৫টি জেলা কারাগার নির্মাণ। সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার ও খুলনা জেলা কারাগার স্থানান্তর।
- কারা বিভাগের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য শতভাগ পারিবারিক রেশন প্রবর্তন।

- জেলা কারাগারগুলোতে অধিক চাপ হ্রাসে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার ও কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু। কারাগারগুলোর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন। ৫৬৭টি নতুন পদ সৃষ্টি। ১ হাজার ২৫০ জন নতুন নিয়োগ। ৬৮টি কারাগারের জন্য ২৫ হাজার ২৮৪টি নতুন পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ। রাজশাহীতে কারা-প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। কারা বিধি মোতাবেক সর্বমোট ৩ হাজার ১৭৭ জন বন্দিকে কারাগার থেকে মুক্তি প্রদান।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এবং মেশিন রিডেবল ভিসা প্রবর্তন। ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৯০০ এমআরপি ইস্যু। দেশে ৩২টি জেলা, ৩৪টি আঞ্চলিক অফিস, ৭টি ভিসা সেল, ১৩টি এমআরপি সেন্টার এবং দেশের বাইরে ৬৫টি দূতাবাস থেকে এমআরপি প্রদানের ব্যবস্থা চালু। এর ফলে বাংলাদেশের নাগরিকদের হয়রানি হ্রাস।
- ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ চূড়ান্ত পর্যায়ে। আরও ১১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯টি নতুন আঞ্চলিক পাসপোর্ট ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১০৮টি এমআরপি রিডার সংযোজন।
- বিমান বন্দর ও স্থল বন্দরে ২৫টি চেকপোস্টে জাল পাসপোর্ট ও ভিসা সনাক্তকরণের লক্ষ্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন। অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন এবং সর্বশেষ অবস্থার খোঁজ-খবর নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ। পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি। জনবল বৃদ্ধিসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন।
- ১৯টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ। পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে আরও ৩৩টি অফিস ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৫০ লক্ষ ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবী ভিডিপি সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- আনসার সদস্যদের চাকুরী স্থায়ী করার সময়সীমা ১২ বছরের পরিবর্তে ৯ বছর নির্ধারণ।
- আনসারদের জন্য স্মার্ট কার্ড প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু।
- আনসার ও ভিডিপি সংগঠনের জন্য ২ হাজার ২৩৫টি নতুন পদ সৃজন এবং নিয়োগদান অব্যাহত।
- আনসার ব্যাটেলিয়নের ৩ হাজার ১৭০টি পদ সৃজন। আনসার সদস্যদের দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা ৬০ টাকা থেকে ৯০ টাকায় বৃদ্ধি।
- আনসার ও ভিডিপি'র আন্তঃদাপ্তরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ই-গভর্নেন্স পদ্ধতি চালু।
- তৃণমূল পর্যায়ে জঙ্গীবাদের বীজ সমূলে ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ।

- ২৫৫টি ফায়ার স্টেশন চালু। আরো ফায়ার স্টেশন স্থাপনের কার্যক্রম শুরু। প্রতিটি উপজেলায় ন্যূনতম ১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- স্কাই লিফট, পানিবাহী গাড়ীসহ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধার কাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করে ফায়ার সার্ভিসকে শক্তিশালীকরণ। সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ ডিসেম্বর ২০১০ ঢাকা সেনানিবাসে ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার্স ব্রিগেড প্রশিক্ষণ মাঠে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে ব্যবহারের লক্ষ্যে ক্রয়কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বিভিন্ন বাহিনীকে হস্তান্তর করেন।

- ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারী ও হালকা অনুসন্ধান ও উদ্ধার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ। ভূমিকম্প মোকাবেলায় সারাদেশে ৬২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তৈরীর কার্যক্রম শুরু।
- পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেট, ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরবান ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ প্রদান। জেলা পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে আরও প্রায় ৮ হাজার ৫৯৬ জনকে ভূমিকম্প মোকাবেলা ও অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৫টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস ভবন নির্মাণাধীন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৯ হাজার ৩০১টি মামলায় ১০ হাজার ১৭ জন মাদক অপরাধী গ্রেফতার। বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান। ৬ হাজার ১২৪ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
- ২০০১ সালে নির্বাচন পরবর্তী সংগঠিত সহিংস ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত জুডিশিয়াল তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পেশ। রিপোর্টের ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ।
- জোট সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় রাজনৈতিক হয়রানিমূলক ৭ হাজার ১৭৭টি মামলা প্রত্যাহার করার সুপারিশ।

তথ্য (২০০৯-২০১২)

- সাংবাদিকদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮ম সংবাদপত্র ওয়েজ বোর্ড গঠন। ৫০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা। সাংবাদিকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে অনুদান প্রদান।
- চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডকে শিল্প হিসেবে এবং ৩রা এপ্রিল "জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস" হিসেবে ঘোষণা। ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান।
- বিটিভি'র অভ্যন্তরে প্রায় ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২তলা বিশিষ্ট সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ।
- ৩৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনের চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ।
- বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান প্রচার সময়সীমা ২৪০ ঘণ্টা থেকে ২৭২ ঘণ্টায় উন্নীতকরণ।
- চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, তথ্য অধিকার আইন, ডিজিটাল বাংলাদেশ, উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জঙ্গীবাদ বিরোধীসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৭০টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ।
- ৪৮টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্মাণাধীন।
- "সচিত্র বাংলাদেশ", "মাসিক নবারুণ" এবং "বাংলাদেশ কোয়ার্টারলী" প্রকাশ ও বিতরণ।
- বঙ্গবন্ধুর সহজপাঠ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ সংকলন এবং শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবের জীবনীভিত্তিক গ্রন্থ প্রকাশ।
- মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপর বিশেষ ফোল্ডার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সংবলিত গ্রন্থ প্রকাশ।
- স্বাস্থ্য, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক গণউদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী ৪৩ হাজার ১২২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ১৩ হাজার ৪৯২টি গণউদ্বুদ্ধকরণ সংগীতানুষ্ঠান, ৭ হাজার ৬৮২টি কমিউনিটি সভা, ১০ হাজার ১১১টি সড়ক প্রচার, প্রায় ১৯ লক্ষ পোস্টার বিতরণ এবং ৬৩টি শিশু মেলার আয়োজন।
- ১টি সরকারী ও ১৪টি বেসরকারী টিভি চ্যানেলসহ মোট ১৫টি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারের জন্য অনুমোদন। বিএনপি-জামাত জোট আমলের পাঁচ বছরে ৯টি টিভি চ্যানেলের অনুমোদন প্রদান।
- "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" চ্যানেল চালু।
- দেশে প্রথমবারের মত ১৪টি কমিউনিটি রেডিও'র লাইসেন্স প্রদান। ৭টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এফএম বেতারকেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান। ৬টি এফএম বেতার কেন্দ্র সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা।

- সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, ইন্টারনেট ও আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব, ডরমিটরী ও ক্যাফেটেরিয়া স্থাপন।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে পত্রিকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৯ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮তলা বিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য ৪০টি স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ১৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও দু'টি কর্মশালা আয়োজন।
- বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের জন্য ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ভবন নির্মাণ" প্রকল্প গ্রহণ।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার ব্যবস্থা এনালগ থেকে সম্পূর্ণ ডিজিটালে রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু। বিটিভি'র অনুষ্ঠান স্যাটেলাইটে ২৪ ঘণ্টা সম্প্রচার। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রথমবারের মত বিটিভি'র দু'টি বুলেটিন ইশারা ভাষায় উপস্থাপন।
- চলচ্চিত্রের উন্নয়নে একে শিল্প হিসেবে ঘোষণা এবং ৩রা এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস ঘোষণা।
- ২১টি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ৯৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
- বিটিভি'র ঢাকা কেন্দ্রে ৬টি এডিট স্যুট, একটি অত্যাধুনিক সংবাদ ও টক স্টুডিও এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি ডিজিটাল টিভি ট্রান্সমিটার স্থাপনপূর্বক পরীক্ষামূলকভাবে চালুকরণ।
- বাংলাদেশ বেতার নবম জাতীয় সংসদের সবগুলো অধিবেশনের কার্যক্রম প্রতিদিন সংসদ ভবন থেকে সরাসরি সম্প্রচারকরণ।
- দেশের বাইরের শ্রোতাদের জন্য বাংলাদেশ বেতারের সর্বাধুনিক রোটেটেবল ট্রান্সমিটার স্থাপন।
- তথ্য অধিদপ্তর ১৭ হাজার ৮৫৭টি তথ্য বিবরণী, ১০ হাজার ১৭৬টি আলোকচিত্র, ২০টি প্রতিবাদ ও ৭১৬টি নিবন্ধ গণমাধ্যমে প্রকাশ।
- সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য ২ হাজার ৫০১টি এ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও নবায়ন।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৫টি পূর্ণ-দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে কারিগরি সহায়তা প্রদান। এফডিসিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা সংবলিত একটি নতুন ডিজিটাল স্টুডিও চালুকরণ।
- বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড ৪০টি ডিজিটাল চলচ্চিত্রসহ ২৯৬টি বাংলা ও ইংরেজী চলচ্চিত্র এবং ১৯৫টি বাংলা ও ইংরেজী চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সার্টিফিকেট প্রদান।
- চলচ্চিত্র পাইরেসি রোধ ও অশ্লীল চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধের অভিযান পরিচালনা বৃদ্ধি। ৭৭৬টি মামলা দায়ের এবং ২ হাজার ৩৭৫ জন আসামি গ্রেফতার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক (২০০৯-২০১২)

- বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ এলাকা জুড়ে তিনটি জেলা রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার ১১টি উপজাতীয় নৃ-গোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সংঘাতময় পরিস্থিতি নিরসনকল্পে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি-চুক্তি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন।
- চুক্তি বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠন।
- তিন পার্বত্য জেলার জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট ভূমি কমিশন পুনর্গঠন।
- আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচী, ভারত প্রত্যাগত অ-উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা।
- রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালে রাঙ্গামাটি নার্সিং ইনস্টিটিউট এবং ২০১১ সালে খাগড়াছড়ি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ২০১২ সালে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহ, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জোনাল অফিস এবং মৎস্য খামার সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর।
- দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং অকার্যকর বিদ্যালয়সমূহকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কার্যকর করে ২০ হাজারের অধিক শিশুর পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি।
- তিন পার্বত্য জেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করতে তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলোতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুদান প্রদান। সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলো পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারা ও ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তা রক্ষা।

- পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সার্কেল প্রতিষ্ঠার ১২৮ বছরের মধ্যে এই প্রথম জেলাগুলোর সার্কেল প্রধান ও হেডম্যানসহ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়।
- সার্কেল চীফ (রাজা) সম্মানী পাঁচ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, হেডম্যানের সম্মানী ৩০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা এবং কারবারিদের সম্মানী ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায় উন্নীতকরণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন খাদ্যশস্য ও ৭ কোটি টাকা বিতরণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ নভেম্বর ২০১২ বান্দরবানের রুমায় সাংগু নদীর উপর নির্মিত রুমা সেতুর উদ্বোধন করেন।

- কৃষি, শিক্ষা, ধর্ম, যোগাযোগ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন খাতে ১ হাজার ২৪৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- পার্বত্য অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন রূপরেখা প্রণয়ন।
- এ অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখা।

ভূমি (২০০৯-২০১২)

- ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারে "বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন" এবং "বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা" প্রণয়ন।
- "হাটবাজার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা আইন" প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

- অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন ২০১১ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তি বিধিমালা ২০১২ প্রণয়ন।
- ৬১টি জেলার তফসিলভুক্ত অর্পিত সম্পত্তির তালিকা গেজেট আকারে প্রকাশ। ৬১টি জেলায় গঠিত "অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল" এবং এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি কার্যক্রম গ্রহণ।
- ভূমি রেকর্ড ও জরীপ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজডকরণ। একটি ত্রুটিমুক্ত, জনবান্ধব, টেকসই ও আধুনিক ভূমি জরীপ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- ২০১১-১৫ মেয়াদে দেশের তিনটি উপজেলায় প্লট-টু-প্লট জরীপ পরিচালনা। জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু।
- সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের সাতটি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের কার্যক্রম শুরু। জনগণকে ভূমি বিষয়ক তথ্যসেবা প্রদানে ২০টি উপজেলায় ২০টি "ভূমি তথ্যসেবা কেন্দ্র" স্থাপন।
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরীপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৫৫টি জেলায় ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম শুরু।
- ৬টি সিটি কর্পোরেশন ও ১টি উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সেটেলমেন্ট প্রেসের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য তিনটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সার্ভার, ২০টি কম্পিউটার, ১০টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রিন্টার সংগ্রহ।
- ভূমি জরিপের স্তরভিত্তিক হালনাগাদ কার্যক্রম, মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান মুদ্রণের মৌজাভিত্তিক অগ্রগতি এবং নাগরিকদেরকে ভূমি তথ্য অবহিতকরণের জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরে ই-সেবা বাস্তবায়নাধীন।
- ১৩ হাজার ২০০টি ভূমি রেকর্ড ম্যাপ মুদ্রণ। ৬১টি জেলায় সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর মাধ্যমে মামলার তথ্য ওয়েব পোর্টালে সংরক্ষণে উদ্যোগ গ্রহণ। ৪০টি জেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং কার্যক্রম গ্রহণ। কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ১ লক্ষ ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫৫ হাজার একর কৃষি খাস জমি প্রদান।
- ঢাকার বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১০টি আবাসিক ভবন নির্মাণ। ১ হাজার ৭৭২টি পরিবার পুনর্বাসিত। আরও ১২টি আবাসিক ভবন নির্মাণাধীন।
- চরবাসীদের পুনর্বাসনে ১৪ হাজার একর খাসজমি ৯ হাজার ৫০০ ভূমিহীন পরিবারকে প্রদান।
- বেড়ি বাঁধ এলাকার ৭৭৪টি পরিবার পুনর্বাসিত। ৭টি বিভাগের ৪৯টি জেলার ১২০টি উপজেলায় ১৬৩টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং ৭ হাজার ১৭২টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসিত।
- ৯৬টি উপজেলা ও ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভবন নির্মাণ।

- ঢাকা মহানগরীতে ১৭টি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে খাস জমির বন্দোবস্ত প্রদান।
- বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ১ হাজার ৩৬৩টি পিলার নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং ৩৯৬টি মেরামতকরণ।
- ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ডজোনিং ম্যাপ প্রণয়ন।
- সরকারী জলমহাল নীতি প্রণয়ন। এ নীতির আলোকে মৎস্যজীবী সমিতিগুলোকে জলমহাল ইজারা প্রদান। ১৭০ কোটি টাকা রাজস্ব আয়।
- ৬ হাজার ২৯৭ একর জমি অবৈধ দখলদারমুক্তকরণ।

ভূমি সংস্কার (২০০৯-২০১২)

- ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি পদ্ধতি ও গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের পরিদর্শন, তদারকি ও মূল্যায়ন কার্যক্রম জোরদার।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে ৯৬টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ। আরও ১৩০টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ। ৮৭৭ কোটি টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায়।
- ভূমি প্রশাসনে দক্ষতা বৃদ্ধিতে ৫ হাজার ৪৩৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৭৩টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ৫১ হাজার ৮৭০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান।
- "গুচ্ছগ্রাম" প্রকল্পের আওতায় ১৬৩টি গুচ্ছগ্রামে ৭ হাজার ১৭২টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন। রাজধানী ঢাকার বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসনে সরকারী জমিতে ১ হাজার ৬৩২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ।
- চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে ১২৮টি টুইন-হাউজ নির্মাণ।
- ৩০ হাজার হেক্টর খাস জমি ২০ হাজার ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রদান।
- "জাল যার জলা তার" নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন।
- প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নিয়ে গঠিত সমিতির অনুকূলে জলমহাল ইজারা প্রদান।
- ৬ হাজার ২৯৭ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্তকরণ।

দুর্নীতি দমন কমিশন (২০০৯-২০১২)

- স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত আইনী কাঠামো গঠন এবং রূপকল্প ২০২১ এ "দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা" গ্রহণকে অন্যতম অগ্রাধিকার প্রদান।
- দুর্নীতি দমন কমিশন যাতে কার্যকর ও নিরপেক্ষভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য কমিশনের চাহিদা মোতাবেক পর্যাপ্ত আইনী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধ কার্যক্রমে ব্যাপক গুণগত ইতিবাচক পরিবর্তন।
- কমিশনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ।
- কমিশন কর্তৃক ৪ হাজার ৯৬০টি অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদেরকে চিহ্নিত করে ১ হাজার ২৪৩টি মামলা রুজু। ২ হাজার ১০৫টি মামলার চার্জশিট দাখিল।
- বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ।
- সকল প্রকার প্রভাবমুক্ত থেকে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ।
- বিদ্যমান কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে নিয়মিতভাবে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দুর্নীতি বিরোধী গণসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ৯টি মহানগর, ৬২টি জেলা ও ৪২১টি উপজেলায় দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন।
- ছাত্র সমাজের সততা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৬ হাজার ৯৫টি "সততা সংঘ" গঠন।
- সমাজে দুর্নীতি বিরোধী ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে "দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় বিধান নিয়ে মসজিদ-ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জনগণের মধ্যে দুর্নীতি-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি। দুর্নীতি-বিরোধী বক্তব্য সংবলিত পোস্টার, বিল-বোর্ড প্রদর্শনের ব্যবস্থা।
- কমিশন প্রতিবছরের ২৬ মার্চ হতে ১ এপ্রিল পর্যন্ত দুর্নীতি সপ্তাহ এবং ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ দিবস জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে উদযাপন।
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

তথ্য কমিশন (২০০৯-২০১২)

- অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন।

- তথ্য কমিশন গঠন এবং সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধিমালা প্রণয়ন।
- তথ্য প্রদানের জন্য প্রায় ১৩ হাজার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নিয়োগ করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- তথ্য প্রাপ্তি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মোবাইল ফোনে বার্তা প্রেরণ।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ৩টি, জেলা পর্যায়ে ৫৪টি ও উপজেলা পর্যায়ে ৬টি জনঅবহিতকরণ সভা ও সেমিনার আয়োজন।
- তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর সংবলিত ৫০ হাজার পুস্তিকা ও ৪০ হাজার লিফলেট প্রকাশ ও বিতরণ।
- ব্রেইল পদ্ধতিতে ১০০ কপি তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন।
- দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট ২০১১ সাল পর্যন্ত ৩৩ হাজার ২১৮টি তথ্য প্রাপ্তির আবেদন জমা দান। ৩২ হাজার ৪৫১টির উত্তর প্রদান।
- তথ্য কমিশনে প্রাপ্ত ২৯১টি অভিযোগের মধ্যে শুনানীর মাধ্যমে ১১০টি অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- তথ্য কমিশনের ওয়েবপোর্টাল নির্মাণ। www.infocom.gov.bd
- ৩টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।
- জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন প্রণয়ন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (২০০৯-২০১২)

- মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড "প্যারিস প্রিন্সিপল" এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা।
- ১৬টি বিষয়কে মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করে ৫ বছর মেয়াদী একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন।
- বিভিন্ন মানবাধিকার ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ।
- দ্বিপাক্ষিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে পরামর্শ গ্রহণ।
- জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিচালিত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য গঠিত ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ এ ৯টি ওয়ার্কশপ ও ১টি আন্তর্জাতিক সেমিনারের মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদন পেশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ মার্চ ২০১২ রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত "এক্সারসাইজ শান্তিদূত-৩" এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

- মানবাধিকার লঙ্ঘন ও লঙ্ঘনের আশঙ্কা দূর করতে নাগরিকদের নিকট হতে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান ও ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ নিষ্পত্তি।
- মানবাধিকার লঙ্ঘনের ১ হাজার ২৮৬টি অভিযোগ গ্রহণ এবং এর মধ্যে ৮৯৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি। মানবাধিকার রক্ষায় সুবিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান।
- বিভিন্ন কারাগার, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিশুসদন পরিদর্শন এবং অনিয়ম দূরীকরণে সরকারকে সুপারিশ প্রদান। সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।
- স্থায়ী জনবল নিয়োগ এবং মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত জাতিসংঘ অনুমোদিত নীতিমালা অনুসরণের লক্ষ্যে সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন।
- বিচার বিভাগ, হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার, আটকাবস্থায় নির্যাতন প্রভৃতি মানবাধিকার ইস্যুতে সরকারকে সুপারিশ প্রদান। সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি।
- কমিশন এশিয়া প্যাসিফিক ফোরাম অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন এর সদস্যপদ লাভ।
- ইন্টারন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর দ্য প্রমোশন এ্যান্ড প্রোটেকশন অব হিউম্যান রাইটস্ এর 'বি' স্ট্যাটাস অর্জন। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি।
- দেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন।
- কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ।

সরকারী কর্ম কমিশন (২০০৯-২০১২)

- বিসিএস ও নন-ক্যাডার বিভিন্ন পদে সর্বমোট ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫৮ জন প্রার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ। ক্যাডার পদে ৮ হাজার ৩৪৮ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ। নন-ক্যাডার পদে ২ হাজার ৩৯৫ জন প্রার্থীকে নিয়োগের সুপারিশ।
- বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অথচ চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত নয় এমন ৮৫৫ জন প্রার্থীকে ১ম শ্রেণীর নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে ৬ হাজার ৫৫৮ জন প্রার্থীকে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের সুপারিশ।
- মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ১ হাজার ২৩৩ জন, মহিলা কোটায় ৯৬১ জন, উপজাতি কোটায় ৫৪ জন, জেলা কোটায় ১ হাজার ৪০ জন এবং প্রতিবন্ধী কোটায় ২ জন প্রার্থীকে ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ।
- মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ১৫৩ জন, মহিলা কোটায় ১৬৯ জন, উপজাতি কোটায় ২০ জন ও জেলা কোটায় ২৩২ জন প্রার্থীকে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের সুপারিশ।
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির ৪ হাজার ৪৩৪টি সভায় কমিশনের প্রতিনিধি প্রেরণ। পরীক্ষা পদ্ধতির মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ২১টি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ আয়োজন। ২৬টি টিম বিভিন্ন দেশে শিক্ষা ভ্রমণ।